দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 6 FEB 201...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...২...

শিক্ষকের মর্যাদা

সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে সকল শিক্ষকের বেতন হওয়া উচিত যোগ্যতা অনুসারে। তাহলেই শিক্ষাক্ষেত্রে মেধাবীদের আগমন ঘটবে এবং শিক্ষার সুফল পাওয়া যাবে। আমাদের শিক্ষকদের না আছে অর্থ না আছে সামাজিক মর্যাদা। পৃথিবীর অনেক দেশেই শিক্ষকের বেতনস্কেল রাষ্টপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতির পরবর্তী স্কেল। অথচ আমাদের দেশে স্কুল পর্যায়ে শিক্ষকদের মর্যাদা তৃতীয় শ্রেণির। এ বড় লজ্জার এবং অপমানের। আমরা শিক্ষকদের এ রকম অমর্যাদাকর অবস্থা চাই না। আমরা চাই 'আজ হতে চির উন্নত হলো শিক্ষাগুরুর শির'—কবিতার এই লাইনটির সঠিক বাস্তবায়ন। শিক্ষকরা যেন অবহেলিত না থাকেন। শিক্ষকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হলে জাতি মর্যাদাশীল হবে। শিক্ষকতা নিঃসন্দেহে একটি মহান পেশা। এই পেশার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারের পাশাপাশি শিক্ষকদের সর্বাত্মক চেষ্টা থাকতে হবে। সরকারি-বেসরকারি শিক্ষকের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য হ্রাস করতে হবে। শিক্ষা বিস্তারের ৮০ভাগ দায়িত্ব পালন করছেন এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষকরা এবং ফলাফলও ভালো। কিন্তু এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের পদোন্নতি নেই, বাড়িভাড়া ৫০০টাকা, চিকিৎসাভাতা ৩৫০ টাকা, অবসরভাতা নেই, আছে কিছু বঞ্চনা। একটি গণতান্ত্রিক দেশে এবং শিক্ষাবান্ধব সরকারের কাছে এটা কখনো কাম্য হতে পারে না। আমরা প্রত্যাশা করব—রাষ্ট্র এবং সরকার শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা ও স্বতন্ত্র বেতনস্কেল নিশ্চিত করবে। এর সঙ্গে জাতির সামাজিক মর্যাদাও নির্ভর করে। শিক্ষার সফলতা, শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা, জাতীয় উন্নতি—বিষয় তিনটি একই সুতোয় গাঁথা। শিক্ষার উন্নতি করতে হলে শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। কারিগর যদি দক্ষ ও মর্যাদাশীল না হয় তাহলে সে জাতিও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার নয়।

সুধীর বরণ মাঝি
হাইমচর, চাঁদপুর ৩৬৬০